38

দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

লালমনিরহাট জেলার সবাইকে সাক্ষর করতে ঐক্যবদ্ধ অভিযান

আবুবকর ঃ "আমরা সবাই শিক্ষা চাই"– স্লোগানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে লালমনিরহাট জেলায় গণশিক্ষা কার্যক্রম। জেলার নিরক্ষর জনগণকে টিপসই মুক্ত করতে এবং সমাজ সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে শুরু হয়েছে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান।

গণশিক্ষা কার্যক্রমে লালমনিরহাট জেলায় শুরু হয়েছে গণআন্দোলন। জেলায় দলমত নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ সকল সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও এগিয়ে এসেছেন। গণশিক্ষা কার্যক্রম এখন লালমনিরহাট জেলায় একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

উত্তর সীমান্তের জেলা লালমনিরহাট। এখানে চলছে পৃথক স্টাইলের গণশিক্ষা কার্যক্রম। প্রচলিত পদ্ধতির গণশিক্ষা যা পরিচালনা করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ হুবহু তেমন নয়; এখানকার লেখাপড়া চেতনা প্রথম খন্ড বই গ্রামের নিরক্ষর বয়স্ক ও বয়স্কা পুরুষ–নারীকে জাগিয়ে তুলেছে। সপ্তাহে পাঁচদিন বিকালে নারী এবং সন্ধ্যায় পুরুষ পড়তে আসে শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে। হারিকেনের আলোয় সন্ধ্যায় পড়ানো হয় বিভিন্ন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে।

১২৯৭ দশমিক ৭৩ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট লালমনিরহাট জেলার জনসংখ্যা ন' লাখ ২০ হাজার ৭৩ জন। ১১ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত বয়সসীমার নিরক্ষর লোকসংখ্যা ২ লাখ ৬৮ হাজার ১৩০ জন। জেলায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭৬২টি।

সার্বজনীন সাক্ষরতার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সীমান্তবর্তী লালমনিরহাট জেলায় চলমান গণশিক্ষা কর্মসূচীর সূত্রপাত। পশ্চাৎপদ উত্তরাঞ্চলীয় এই জেলায় শিক্ষিতের হার মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ– যা জাতীয় হারের চাইতে কম। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতা বহির্ভূত কর্মক্ষম নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত ২ লাখ ৬৮ হাজার ১৩০ জন নারী–পুরুষ এই কার্যক্রমের টার্গেট। ৬ মাস মেয়াদী এই গণশিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে তাদের কর্মদক্ষতা ও সমর্থকে বাড়িয়ে অগ্রযাত্রায় গতি সঞ্চার করা।

এই গণশিক্ষা কার্যক্রম গত ১২ এপ্রিল থেকে শুরু হয়। জেলার পাঁচটি থানার ৪২টি ইউনিয়ন এবং পৌর সভার তিনটি ওয়ার্ডে তিনটিসহ ৪৫টি ব্লকে স্থাপিত হয়েছে ৯৫৯টি শিক্ষা কেন্দ্র। প্রত্যেক শিক্ষা কেন্দ্রে ৩০ জন করে মোট ২৮ হাজার সাতশ ৭০ জন বয়েসী শিক্ষার্থী বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

এ বছর অক্টোবর মাস থেকে জেলার অবশিষ্ট প্রায় সাড়ে তিনশ ব্লকের অধীনে প্রায় আট হাজার সাতশ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। গণশিক্ষা কার্যক্রম সফল করার লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যেই এই জেলার জন্য সাড়ে চার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছেন বলে জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ আহাম্মদ জানান।

লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসন গণশিক্ষা কার্যক্রম '৯৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু করেন। প্রশাসন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যবৃন্দ জেলায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষক–শিক্ষিকা, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, মসজিদের ইমামসহ সকল স্তরের জনগণের সঙ্গে এই কর্মসূচী নিয়ে মত বিনিময় করেন। সে সময় সকলেই এক কর্মসূচীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। সে সময় সারা জেলায় ৮২১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ১৮ হাজার নিরক্ষর পুরুষ ও নারীকে সাক্ষর দান করা হয়।

গণশিক্ষা কার্যক্রমকে সুষ্ঠু পরিচালনা ও সফল বাস্তবায়নের জন্য জেলাকে পাঁচটি প্রশাসনিক স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে জেলা, থানা, ইউনিয়ন ব্লক ও কেন্দ্র। ৩০ জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কেন্দ্র করা হয়েছে। ২ লাখ ৬৮ হাজার ১৩০ জন নিরক্ষরকে শিক্ষাদানের জন্য ৯৬৫৯টি কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ৯৫৯টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৮ হাজার ৭৭০ জনকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানায় ৯৪টি, হাতিবান্ধা থানায় ১৮৯টি, কালিগঞ্জ থানায় ১১৭টি, আদিতমারী থানায় ২০৩টি এবং লালমনিরহাট থানায় ৩৫৬টি কেন্দ্রে গণশিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ৫৩৩টি মহিলা কেন্দ্রে ১৫ হাজার ৯৯০ জন এবং ৪২৬টি পুরুষ কেন্দ্রে ১২ হাজার ৭৮০ জন শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে লেখাপড়ার ব্যাপারে মহিলারা অনেক এগিয়ে। নারী ও পুরুষের তুলনা করলে দেখা যায় নারী কেন্দ্রের সংখ্যা ৫৩৩টি আর পুরুষ কেন্দ্রের সংখ্যা ৪২৬টি। অর্থাৎ নারী কেন্দ্রের সংখ্যা ১০৭টি বেশী। অর্থাৎ তিন হাজার ২১০ জন মহিলা বেশী লেখাপড়া শিখছেন।

লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ আহম্মদ জেলায় সফরকারী একদল সাংবাদিককে গত বৃহস্পতিবার জানান, গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই জেলায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তিনি উল্লেখ করেন গত ১২ এপ্রিল লালমনিরহাট জেলায় গণশিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ মোহাম্মদ শাহজাহান। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টির এমপি রিয়াজ উদ্দীন ভোলা মিয়া, আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক এমপি আবুল হোসেন এবং বিএনপির সভাপতি আসাদুল হাবীব দুলুসহ সকল রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরো বলেন, এই কার্যক্রমে সমাজের সকল স্তরের মানুষ এগিয়ে আসছেন।

জেলা প্রশাসক জানান, সমাজে যে সকল কুসংস্কার কাজ করছিল তা পর্যায়ক্রমে দূর করা হচ্ছে। শিক্ষাদানের ব্যাপারে গ্রামের সমাজপতিগণ এগিয়ে এসেছেন। পাশাপাশি মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ এগিয়ে এসেছেন। এ ব্যাপারে প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণও কাজ করেছেন।

জেলা পুলিশ সুপারসহ সকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণও বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করছেন। শিক্ষাদান সম্পর্কে বক্তৃতা করছেন। বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র চালু হওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় অপরাধ প্রবণতা কমেছে। অনেক দাগী আসামী এখন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে লেখাপড়া করছে।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সাতটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি হলো ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল, প্রশাসনিক পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠক্রম পদ্ধতি, মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি। জনগণকে শিক্ষাদানে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ৬টি কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কৌশলের মধ্যে রয়েছে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রক্রিয়া, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া, অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, সাধারণ এবং বিশেষ প্রক্রিয়া। বিভিন্ন এলাকায় গণশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য গণশিক্ষা বিষয়ক গান পরিবেশন এবং নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে।

লালমনিরহাট জেলায় গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তার জন্যও জেলা থানা, ইউনিয়ন ও কেন্দ্র পর্যায়ে মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে কেন্দ্র থেকে মূল্যায়ন রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে। এপ্রিল মাস থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণকারীদের উপস্থিতির হার হচ্ছে শতকরা ৯০ ভাগের বেশী। প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন করে জেলা পর্যায়ের ও থানা কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

গণশিক্ষা কার্যক্রমে শুধু বই পড়ানো বা লেখা শিখানো হচ্ছে না। তাদেরকে সমাজ সচেতন করে তোলা হচ্ছে। নিরক্ষরদের লেখাপড়া শেখানোর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যাতে টিপসইয়ের পরিবর্তে সাক্ষরদান, দরিদ্র, কৃষক মজুর খাতে হিসাব নিকাশ করতে পারেন, চিঠিপত্র ও সংবাদপত্র পাঠ করতে পারেন এবং বিভিন্ন প্রচারপত্র পাঠ করতে পারেন। এছাড়া স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক অপরাধ সম্পর্কেও জ্ঞান দেয়া হচ্ছে।